# ইসলামী আন্দোলনে আনুগত্য, পরামর্শ ও মুহাসাবার গুরুত্ব এবং পদ্ধতি

## [নূরুল ইসলাম আল-আমিন]

**আন্দোলন :** যে কোন জিনিস প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দিয়ে চেষ্টা করার নাম আন্দোলন।
**ইসলামী আন্দোলন :** ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দিয়ে চেষ্টার করার নাম ইসলামী আন্দোলন।
ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি তিনটি। ১. সংগঠনের সর্বস্তরে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, ২. সকল পর্যায়ে পরামর্শভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ও ৩. সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক মুহাসাবার পদ্ধতির চালু থাকা।
**আনুগত্য :** আনুগত্যের শাব্দিক অর্থ মানা, মান্য করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা ও কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী কাজ করা প্রভৃতি। কুরআন ও হাদিসে আনুগত্যের প্রতিশব্দ 'ইতাআ'ত' এবং তার বিপরিত শব্দ 'মা'সিয়াত' হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। পারিভাষিকভাবে আনুগত্যের সংজ্ঞা কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন, "সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে, আন্তরিকতার সাথে কারো নির্দেশ পালন করার নাম আনুগত্য"।

**ইসলাম ও আনুগত্যের সম্পর্ক**

ইসলাম শব্দের অর্থই হল আনুগত্য করা। যেমন ফার্সীতে বলা হয়, **'আল ইসলামু মুসলমান শুদান ওয়া গর্দান নেহাদান বা তোয়াত'** অর্থাৎ **"আনুগত্যের সাথে অবনত মস্তক সমর্পণ করা"**। এছাড়াও ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই পালন করা হয়। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, ইসলাম মানেই আনুগত্য এবং আনুগত্য ছাড়া মুসলমান হওয়া যাবেনা।

**আন্দোলন ও আনুগত্যের সম্পর্ক**

আন্দোলন বলতে এখানে মূলত সংগঠনকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ সংঘবদ্ধতা ব্যতীত আন্দোলন সাধারণত সফল হয়না। আর গোটা সংগঠনটাই আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল। আনুগত্য থাকলেই কেবল সংগঠন থাকবে। আনুগত্যহীনভাবে সংগঠনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায়না। যেমন হযরত ওমর রা. বলেন, **"সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম হয়না এবং নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয়না, আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বও কল্পনা করা যায়না।" (সুনানে দারেমী)** পৃথিবীতে যত সংগঠন, সংস্থা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান সফলতার মুখ দেখেছে তা আনুগত্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে। অতএব, যেকোন আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য আনুগত্যই হচ্ছে চালিকাশক্তি।

**আনুগত্যের গুরুত্ব**

- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- **হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য থেকে মনোনিত প্রতিনিধির। (সূরা নিসা-৫৯)**
  উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি 'উলিল আমর' এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দীনি বিষয়ে উলামায়ে কিরাম হলেন উলিল আমর। অর্থাৎ দীনি বিষয়াবলীতে উলামায়ে কিরামের আনুগত্য করতে হবে। অন্য দিকে যার হাতে নিয়োগ ও বরখাস্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকেও উলিল আমর বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোন রাষ্ট্র, সংগঠন, সংস্থা ইত্যাদির উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার অধঃস্তনের উলিল আমর। সে হিসেবে ঐ উলিল আমরের আনুগত্য করতে হবে।
- হাদিসের মাধ্যমেও আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝা যায়। হুজুর সা. ইরশাদ করেন, **'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল'। (বুখারী-মুসলিম)**
- ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আনুগত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন সংগঠন বা সংস্থার সফলতার ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অধঃস্তনরা উর্ধ্বতনের আনুগত্যের মাধ্যমেই তার কাজ সুচারু রূপে ও শৃংখলার সাথে সম্পাদন করে। আর ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য করা আল্লাহর হুকুম যা কর্মী বাহিনীর জন্য বাধ্যতামূলক।

**আনুগত্যের সীমা**

তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হবে শর্তহীন। আর আমীরের আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে। সেই শর্ত হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীতে কোন কাজে আনুগত্য করা যাবেনা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যাবেনা'। কিন্তু আমীর যদি কোন হক্কানী আলেম হন তাহলে শোনা মাত্রই তার নির্দেশকে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বলা যাবেনা। সে ক্ষেত্রে তার নির্দেশকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

**আনুগত্যের ফলাফল**

১. আনুগত্য করা মুমিনের বৈশিষ্ট– " মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মানলাম। তারাই সফলকাম"(সূরা-নূর : ৫১)।

২. আনুগত্য আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার মাধ্যম– "আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর তাহলে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে"(সূরা আলে ইমরান)

৩. আনুগত্যে জান্নাত পাওয়া যায়– "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে আল্লাহপাক তাকে তলদেশে নহর প্রবহমান জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে অনন্তকাল এতে অবস্থান করবে" (সূরা নিসা)।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকারীরাই সফলকাম– "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম" (সূরা নূর)। সূরা নূরে ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ, বিশ্বজোড়া খেলাফতের ওয়াদা করার আগে ঈমানদারদের যে পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে তাতে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাবার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে- মুমিনের পরিচয় হলো তাদেরকে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ শোনানো হয় তখন তাদের মুখ থেকে দুটো কথা উচ্চারিত হয়। তা হলো- **"আমরা শুনলাম ও মানলাম"**। এ থেকে বুঝা যায়- আনুগত্যই সফলতার চাবিকাঠি।

**আনুগত্যহীনতার পরিণাম**

১. আনুগত্য না থাকলে সকল আমল ধুলোয় মিশে যায়। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩)।

২. আনুগত্যহীনতা ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য– "কোন কোন ইয়াহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি এবং অমান্য করেছি। তারা আরো বলে, শোন না শুনার মত। মুখ বাকিয়ে দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, 'রায়িনা'(আমাদের রাখাল)। অথচ তারা যদি বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম" (সূরা নিসা)।

৩. আনুগত্যহীনতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ– "যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে চলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন"(সূরা নিসা)

৪. আনুগত্যহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু–" যে ব্যক্তি আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেল এবং সংঘবদ্ধ জীবন যাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল সে মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু" (আল হাদিস)।

**আনুগত্যের পদ্ধতি :** সাংগঠনিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে হবে। আনুগত্যের পদ্ধতি স্পষ্ট ভাষায় হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ওবাদা ইবনে ছামেত রা. বলেন, **"আমরা নিম্নোক্ত কাজের জন্য রাসূলের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি"**।

১. নেতার আদেশ মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে তা দুঃসময়ে হোক আর সুসময়ে হোক। খুশির মুহুর্তে হোক আর অখুশির মুহুর্তে হোক।

২. নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে প্রধান্য দিতে হবে। (নেতার আদেশ মানার ক্ষেত্রে)

৩. নেতার সাথে বিতর্কে জড়ানো যাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

৪. যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন হক কথা বলতে হবে, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা যাবেনা। ( বোখারী, মুসলিম)

**আনুগত্যহীনতার বিভিন্ন পদ্ধতি**

১. প্রত্যক্ষ আনুগত্যহীনতা : যেমন বিদ্রোহ, এটা সহজেই ধরা পড়ে।

২. পরোক্ষ আনুগত্যহীনতা : এটা অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকর যা মোনাফেকী রূপে বা নেক সূরতে দেখা যায়। যেমন– ক. সংগঠন বিমুখতা খ. অনীহা ও নিষ্ক্রীয়ভাব দেখানো গ. নেক সূরতে কর্মীবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া ঘ. কর্মীবাহিনীর মাঝে নেতৃত্বকে বিতর্কিত করা ঙ. নেতৃত্বকে অহেতুক প্রশ্নবানে জর্জরিত করা ইত্যাদি।

**আনুগত্যের দৃষ্টান্ত**

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা, হিটলারের ঘটনা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা। হাদিস শরীফে নেতাকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি কর্মীবাহিনীর প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষাকে নিশ্চিত করবে। ঢালের মধ্যে ছিদ্র থাকলে কর্মীবাহিনীর উচিত নিজেদের বাঁচার তাগিদে তা সঠিক পন্থায় সংশোধন করা। যদি কর্মীবাহিনী ঢালের ছিদ্রান্বেষণ তথা নেতার ত্রুটি বা দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দেয় তবে সেটা শত্রু পক্ষের জন্য সহায়ক এবং নিজেদের জন্য আত্মঘাতি হবে। তাই নিজেদের বাঁচার তাগিদেই নেতৃত্বের ছিদ্রান্বেষণ না করে বরং তা সঠিক পন্থায় সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

**কৃত্রিম আনুগত্য**

আনুগত্য হতে হবে সঠিক ও ভেজালমুক্ত, যেখানে থাকবে শ্রদ্ধা ও সম্মান মিশ্রিত আন্তরিক মুহাব্বতের উপস্থিতি। কৃত্রিমতা বা মেকী আনুগত্যের স্থান ইসলামে নেই। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, **" হে নবী! বলে দিন, কসম খেয়ে আনুগত্য প্রমাণের কোন লাভ নেই। আনুগত্যের ব্যাপারটাতো খুবই পরিচিত ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাপদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন"। (সূরা নূর–৫৩)**

**আনুগত্যহীনতার কারণ**

১. নেতৃত্বের লোভ, ২. অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া, ৩. আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অনবগতি, ৪. নিজেকে বড় মনে করা (অহংকার), ৫. নিজ দায়িত্বের যথার্থ অনুভূতির অভাব, ৬. ওজর পেশ করা।

**আনুগত্য আদায়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের করণীয়**

১. নিজেকে কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে পরিচালিত করা
২. অধঃস্তনদের ভালবাসা অর্জন করা
৩. কর্মীদের কাজে সহযোগিতা করা
৪. কর্মীদের মন-মানসিকতা বুঝে নির্দেশ প্রদান করা
৫. সাংগঠনিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা
৬. মাঠে-ময়দানে কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ কোরবানী ও ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া

**কর্মীদের করণীয়**

১. দায়িত্বশীলকে উলিল আমর হিসেবে গ্রহণ করা
২. অযথা যুক্তি তর্কের মানসিকতা পরিহার করা
৩. সকল প্রকার অহংকার পরিত্যাগ করা
৪. হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করা
৫. পরশ্রীকাতরতার উর্ধ্বে থাকা

**আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির উপকরণ**

১. সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিগতভাবে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে।
২. সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

**শৃঙ্খলার শাব্দিক অর্থ**

শৃঙ্খলার শাব্দিক অর্থ হলো- রীতি, নিয়ম, ধারা, সুব্যবস্থা ও সুবিন্যাস ইত্যাদি। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার অর্থ- সংগঠনের যাবতীয় রীতি, নিয়ম, ধারা ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অনুসরণকে বলা হয় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা।

**বিশৃঙ্খলার আলামতসমূহ**

ক. আনুগত্যহীনতা, খ. যত্রতত্র সমালোচনা করা, গ. দায়িত্বশীল ও শাখা নিষ্ক্রীয়তা, ঘ. দায়িত্বশীলদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ, ঙ. কর্মসূচি/প্রোগ্রামে নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, চ. আর্থিক লেনদেন বা হিসেবে অসচ্ছতা ইত্যাদি।

**সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ**

ক. দায়িত্বশীলের মৌলিক ১০টি গুণের অভাব, খ. দায়িত্বশীলের অলসতা, গ. ঢিলেঢালা প্রশাসন বা প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অদক্ষতা, ঘ. দায়িত্বশীল নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা, ঙ. নিয়মিত যোগাযোগের অভাব, চ. দায়িত্বশীলদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা দ্রুত সমাধান না করা, ছ. দায়িত্বশীলদের মাঝে ইনসাফ কায়েম না করা, জ. দায়িত্বশীলদেরকে কর্মতৎপর রাখতে না পারা, ঝ. দায়িত্বশীলদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি হওয়া, ঞ. গঠনমূলক মতামত ব্যক্ত করার পথ রুদ্ধ করে দেয়া, ট. অধস্তনদের মতামতকে সর্বদা এড়িয়ে যাওয়া।

**সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলার পরিণতি**

সংগঠন ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতিসমূহ : সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উল্লেখিত কারণসহ অন্যান্য কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা নিষ্পত্তি করতে হবে।

# পরামর্শ

**পরামর্শের গুরুত্ব**

**পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ**

১. পরামর্শ করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। রাসূল সা. ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছেন। তবুও তাঁকে সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। "আপনি কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। (আল-ইমরান- ১৫৯)

২. রাসূল সা. একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুবই সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী নেতা ছিলেন। তারপরও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন। হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর চেয়ে বেশী পরামর্শ করতে আর কাউকে দেখিনি।

৩. পরামর্শভিত্তিক কাজ করাকে সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে "তাদের সামষ্টিক কাজ-কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। (আশ-শুরা- ৩৮)

**পরামর্শের আদব**

১. পরামর্শদাতা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী পরমর্শ প্রদান করা। কোন লোভে পড়ে, কোন ভয়ে ভীত হয়ে মতামত না দিয়ে নিঃসংকোচে নিজের অভিমত ব্যক্ত করা।

২. অন্যের মত কে মনযোগ দিয়ে শুনা।

৩. অন্যের মত না কাটা।

৪. নিজের মতের ওপর জিদ না ধরা।

৫. 'আমার মত শুনলে আছি, না হলে নাই' এমন মনোভাব পরিহার করা।

৬. সবার পরামর্শ মনযোগ দিয়ে শোনা।

৭. পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত যা হবে তা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া।

৮. পরামর্শের পূর্বে কোন গ্রুপিং নাই এবং সিদ্ধান্তের পর কোন সমালোচনা নাই।

**সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি**

১. সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা।

২. সিদ্ধান্তের পূর্বে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

৩. সিদ্ধান্তের পূর্বে দুরুদ শরীফ পড়া।

**পরামর্শের উপকারিতা**

১. আল্লাহর রহমত আসে।

২. সিদ্ধান্ত অধিক বাস্তবসম্মত হয়।

৩. সবার মাঝে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বত:স্ফূর্ততা থেকে ও আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪. কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হয় না।

৫. সবার চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে।

৬. পরামর্শভিত্তিক কাজ হলে সবার মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

# মুহাসাবা

**মুহাসাবা :** মুহাসাবা বা গঠনমূলক সমালোচনার তিনটি পর্যায়- ১. ব্যক্তিগত মুহাসাবা, ২. কর্মীদের পারস্পরিক মুহাসাবা, ৩. সাংগঠনিক মুহাসাবা।

**ব্যক্তিগত মুহাসাবা**

ব্যক্তিগত মুহাসাবা করলে ভুল ধরা পড়ে এবং ইবাদত করার প্রতি আগ্রহ জন্মে। তাছাড়া ব্যক্তি যদি তার নিজের ভুলের খতিয়ান দেখতে পায়, তবে তার ভাইয়ের ভুলকে বড় করে দেখে না। বিশেষ করে নিজের ভুলের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করতে সহায়ক হয়।

ব্যক্তিগত মুহাসাবার উত্তম পদ্ধতি হলো- রাতে ঘুমানোর পূর্বে সারাদিনের কাজের হিসাব নেয়া। এতে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবা-এস্তেগফার করা। আর যদি কোন ছওয়াব বা উপকারের কাজ করে থাকে, তবে এই তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা।

**পারস্পরিক মুহাসাবা**

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন- "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা একে অপরের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরবে। তবে তা হবে আখেরাতের কল্যাণ কামনার লক্ষ্যে, অনাহুত কারো গীবত করা বা কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর জন্য নয়।

পারস্পরিক মুহাসাবার জন্য প্রথমেই দরকার অন্তরঙ্গ পরিবেশ। এছাড়া এ ধরনের মুহাসাবা করা ঠিক নয়। অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট সময় বা অনুষ্ঠান নির্ধারিত করে গঠনমূলকভাবে সমালোচন করা যেতে পারে। মুহাসাবার ভাষা অত্যন্ত নম্র, শালীন, ভদ্রোচিত ও মধুর হতে হবে। যার ব্যাপারে দোষ-ত্রুটি তুলে ধারা হয়, তাকে তা বুঝা ও মেনে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তার জন্য দোয়াও করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সাংগঠনিক কাজের জন্যই শুধুমাত্র মুহাসাবা হতে পারে; কারো ব্যক্তিগত আমল বা ছোট-খাট দোষত্রুটি তুলে ধরা ঠিক নয়।

**সাংগঠনিক মুহাসাবা**

সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও গতিশীল রাখার জন্য সাংগঠনিক মুহাসাবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তবে এ মুহাসাবা সুপরিকল্পিত ও গঠনমূলকভাবে হতে হবে। যত্রতত্র বা যখন-তখন সাংগঠনিক মুহাসাবা করা হলে হীতে-বিপরীত হতে পারে এবং সংগঠনে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে।

অধস্তন শাখার মুহাসাবা উর্ধ্বতন শাখার পক্ষ থেকে হতে পারে, অথবা সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে জড়িত জনশক্তির পক্ষ থেকেও হতে পারে। এজন্য কোন পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বরণ রাখতে হবে, নিজের মূল্যায়নটাই যে একমাত্র সঠিক তা মনে করা যাবে না। সামষ্টিকভাবে যা মূল্যায়িত হবে, তা দ্বিধাহীনভাবে মানতে হবে।

লেখক
কেন্দ্রীয় সভাপতি
ইশা ছাত্র আন্দোলন